দৈনিক ইনকিলাব
৮/১০/২০০৩
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ঢাঃবি'র ভিসির পদত্যাগের চিন্তাভাবনা বাধ সাধছেন আওয়ামী পন্থী শিক্ষকরা

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী পদত্যাগের চিন্তাভাবনা করছেন। গত পাঁচ বছর প্রশাসনের নানা দুর্নীতি-অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ভিসির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন শুরু হওয়ায় এবং আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায়ে তার পিছনে রাষ্ট্রীয় সমর্থন না থাকায় তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে নিজকে রক্ষা করতে চাইছেন বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে। ভিসির ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, আওয়ামী লীগের প্রাক্তন উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী বিগত পাঁচ বছর সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে থেকে চরম অনিয়ম-দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। শিক্ষক নিয়োগের নামে অযোগ্য ও মেধাহীন দলীয় নেতাকর্মীদের চাকুরী দিয়ে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ধ্বংস এবং শিক্ষার অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেন। ভিসির বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের ক্যাডারদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করার অভিযোগও রয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ছাত্রদলের তিন শতাধিক নেতাকর্মীকে হল থেকে বিতাড়িত করা হলেও ছাত্রলীগের ক্যাডারদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বরং বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাসী-কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ ক্যাডারদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। তাই ভিসির পদত্যাগের দাবীতে ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এদিকে গত পাঁচ বছরে ভিসির সকল অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্ত করা হলে তিনি ফেঁসে যেতে পারেন এ আশংকায় আগেভাগে পদত্যাগ করে একটি আপোষরফার চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। কিন্তু আওয়ামী পন্থী নীল দলের শিক্ষকরাই এখন ভিসির পদত্যাগে বাধ সেধেছেন বলে জানা গেছে। নীল দলের শিক্ষকরা চাচ্ছেন একটি ইস্যু সৃষ্টি হলে তারপর ভিসি পদত্যাগ করবেন। কিংবা ছাত্রদলের তীব্র আন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট যাতে বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ করে ভিসিকে অপসারণ করে নতুন কাউকে ভিসি পদে নিয়োগ দেন। যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি নতুন নজির স্থাপন হয়। এর পাশাপাশি ছাত্রলীগও আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয়ার পরিকল্পনা করেছে বলে জানা গেছে। আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে বলে নীল দলের একজন শিক্ষক জানান।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ মনে করছেন প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর ভিসি পদে বহাল থাকার নৈতিক অধিকার নেই। বরং তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেই সকল সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে।